জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগীদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

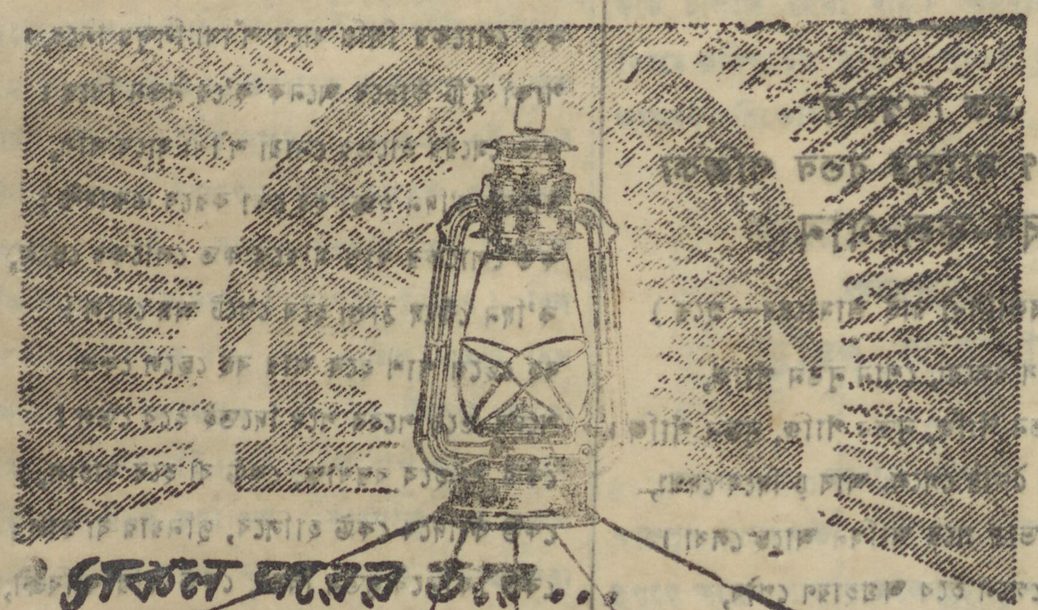

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 20th April 1960 { ৪৭শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarvr

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

নেহরু-চৌ এন লাই বৈঠক

—•—

চৌ-নেহরু বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বঙ্গ জনসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীরামপ্রসাদ দাস নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

সাম্রাজ্যবাদী চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইতে পারে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় জনসঙ্ঘই প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল। আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। জনসঙ্ঘ বরাবরই এই আক্রমণের প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানকল্পে জনমতকে জাগ্রত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু জাগ্রত জনমতকে উপেক্ষা করিয়া আক্রমণকারী চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। যে পাপহস্তে চৌ এন লাই নিরপরাধ ৭ জন ভারতীয়কে হত্যা করিয়াছে গত ১৯শে তারিখে পণ্ডিত নেহরু সেই পাপহস্তের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। জনসঙ্ঘ আসন্ন নেহরু-চৌ বৈঠক সমর্থন করে না। জনসঙ্ঘ সর্ব্বপ্রকার নাগরিক সম্বর্দ্ধনা বয়কট করিবে। উপরন্তু জনমতকে উপেক্ষা করিয়া পণ্ডিত নেহরু চৌ এন লাইকে নিমন্ত্রণ করাতে জনসঙ্ঘ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে এবং ভারতীয় জনমতের রায় জানাইবার জন্য এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিবে। যাহার দ্বারা জনসঙ্ঘ প্রমাণ করিতে চায় যে, পণ্ডিত নেহরুর দ্বারা আমন্ত্রিত হইলেও চৌ এন লাইকে ভারতবাসী শ্রদ্ধা করে না তাহার ঘাতক মনোবৃত্তিকে কেহ ক্ষমা করিবে না। সাম্রাজ্যবাদী চীনে আক্রমণের প্রতিকার ও প্রতিবিধান ভারতবাসী করিবেই। সেই উপলক্ষে ১০ই হইতে ১৭ই পর্য্যন্ত দৃঢ়তা সপ্তাহ' পালন করিয়া জনসঙ্ঘ পণ্ডিত নেহরু যাহাতে দৃঢ়তার সহিত চৌ এন লাইকে দখলীকৃত ভারতভূমি ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ করেন তাহার জন্য জনমত সৃষ্টি করিবে।

কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই 'দৃঢ়তা সপ্তাহ' পালন করা হইতেছে, সেই হিসাবে গত ১৬ই এপ্রিল পশ্চিম বঙ্গ শাখার পক্ষ হইতে 'হাজরা পার্কে' বেলা ৬টায় এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। জনসাধারণকে ঐ সভায় যোগদান করিয়া মাতৃভূমি রক্ষার কল্পে সংকল্প গ্রহণ করার অনুরোধ করা হইয়াছিল। ১৭ই এপ্রিল জনসঙ্ঘের পশ্চিম বঙ্গ শাখার পক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এক প্রতিনিধি দল পণ্ডিত নেহরুর উদ্দেশে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছে।

আমরা আশা করি যেন "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" আবার ঠিক হয়। জয় পঞ্চশীলের জয়।

—

এক নিশ্বাসে
সন ১৩৬৭ সালের নূতন পঞ্জিকা
বর্ষ-ফল-গান

(বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের—সুরে)

এক নিশ্বাসে বলবো, শোন নূতন পাঁজি,
নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি।
বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নবমী ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।
আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর',
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে কেরার।
খাবার জিনিষ জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয়না খেতে রাগে আর ভাক্তারে।
লটারীতে টাকা পেলে হঠাৎ কাঙাল—ধনী,
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।
পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা, শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ধনীর রাজা—"টাকার গরম", মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—"নাই, নাই, নাই", মন্ত্রী "হাহাকার"!
যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ, লঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরে ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে, মনে মনে গণলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ!
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে, ছেলের বিয়ে তত!
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে লোকের রুচিমত।
কত লোকের গিন্নি যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাঁচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে।
কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে যদিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী!
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।
বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল!
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ বা হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকীল ভরসা দিবে— মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন 'ফাইল ক্লিয়ার' আমলা চাবেন 'এথি'
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মাল কিনে রেখেছে যারা, বলবে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক!
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা!

সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখ দুখে গড়ে।
দিবানিশি ভাববে যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, "যো হোগা সো হোগা।"
রাজা হবার জন্ত সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু "যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"
নেহাৎ যাহার উন্নতিটা করবে ভগবান—
কচু আছে, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ে তো মান!

সংবাদপত্রের ভাষা নিয়ন্ত্রণ

—•—

নারীহরণ, যৌন ব্যভিচার, শ্লীলতাহানি, অস্বাভাবিক অপরাধ ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলাগুলির বিশদ বিবরণ সংবাদপত্রগুলিতে যেভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত কিনা এরূপ প্রশ্ন ইতিপূর্বেই উঠিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, বিচারালয়ে গৃহীত এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণের বিবরণ সবিস্তারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকিলে উহা দ্বারা তরুণ অপরিণত বয়স্কদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহাতে তাহাদের নৈতিক আদর্শ কলুষিত হইতে পারে। অতএব এই সকল ঘটনার বিবরণ যথাসম্ভব সংযতভাবেই প্রকাশিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মাদ্রাজ সরকার এই উদ্দেশ্যে জুডিসিয়াল প্রসিডিংস (রিপোর্ট নিয়ন্ত্রণ) বিল নামে বিধানসভায় গত ১৬ই এপ্রিল একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। বিলটির উদ্দেশ্য ভালো তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার অধিকাংশ বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে এই সকল ঘটনার বিবরণ যেরূপ ফলাও করিয়া প্রচার করা হয়, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। তথাপি যৌন-অপরাধ ঘটিত মামলাগুলির বিশদ বিবরণ প্রকাশে আমাদের এদেশে যে সংযম রক্ষার প্রয়োজন আছে তাহা অনেকেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু আইন প্রণয়ন দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত বা সমীচীন কিনা, সে সম্পর্কে অবশ্যই মতভেদ থাকিবে। সাংবাদিকগণ নিজেরাই এই ব্যাপারে একটা রীতি বা নীতি স্থির করিয়া চলিলে আইন ছাড়াও ইহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। অবশ্য আইনের বাহিরে চলিয়া গেলে অথবা সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিলেই আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উঠে। মাদ্রাজ সরকার সাংবাদিক বা সংবাদপত্র পরিচালকদের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

রঘুনাথগঞ্জ — জঙ্গিপুর রোড মোটর সার্ভিস

পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ সহর হইতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত নিয়মিত মোটর বাস চলাচল করিত। প্রায় এক বৎসরের অধিককাল উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বহুবার এ বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। মনে হয় আর. টি. এ. র সেরেস্তায় এই সার্ভিস চালু আছে। দুঃখের বিষয় এতদঞ্চলের যাত্রীগণ ইহার সুবিধা পান না। কিছুদিন পূর্ব্বে 'জয় মা গঙ্গা' নামক বাসখানি সপ্তাহখানেক চলাচল করার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এই বাসখানিকে রঘুনাথগঞ্জ মোড়গ্রাম রুটে চলিতে দেখা যায়। পুনরায় আমরা এই বিষয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বহরের প্রথম দিনে কানুপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

—•—

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঘন বসতিপূর্ণ কানুপুর গ্রামে গত ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুরে আগুন লাগার ফলে প্রায় ৪০/৫০টী গৃহস্থের ১৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে। দুইজনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসার্থে দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান পল্লীর আগুন ছড়াইয়া গিয়া রাজবংশীপাড়ার মৎস্যজীবীদের ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সিংহের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে। মহকুমা শাসক মহোদয় উক্ত গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছেন।

বন্যা তদন্ত কমিটি

ভারত সরকার নিযুক্ত মানসিং কমিশন বন্যার কারণাদি তদন্তের জন্য গত ২২শে ও ২৩শে মার্চ্চ কান্দী ও বহরমপুরে আগমন করেন। কমিশন বরঞ্জা থানার মাড্ডা, নারায়ণপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান এবং সুতী থানার গঙ্গা-পদ্মার সংযোগস্থলে বিশ্বনাথপুরের কর্ত্তিত খালটী পরিদর্শন করেন।

দেশবাসীর প্রতি আবেদন

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থেকে ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইতেছেন যে—

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কর্ম্মী স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ আজ প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ পাত্রসায়ের থানার অনুন্নত ও উপেক্ষিত পল্লী দিসিন্দা গ্রামে একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া এতদঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। স্বামীজির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে যে সমস্ত সেবাকার্য্য হইতেছে তন্মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, সমাজ শিক্ষা-কেন্দ্র প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উদগ্র কর্ম্ম-প্রেরণার ফলে এতদঞ্চলের দরিদ্র নিরক্ষর ও উপেক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণের সেবার জন্য স্বামীজির আরও কয়েকটি জনহিতকর পরিকল্পনা যথা জাতি গঠন বিভাগ ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২ শত ছাত্রের বাসোপযুক্ত ছাত্রাবাস গঠনের উদ্দেশ্য লইয়াছেন। স্বামীজির এই মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এই সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণের সেবার জন্য যে কোন প্রকার সাহায্য স্বামীজির ঠিকানায় পাঠান হইলে, সাদরে ও ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

স্বামীজির ঠিকানা :—স্বামী সত্যানন্দ, দিসিন্দা রামকৃষ্ণ আশ্রম (রামকৃষ্ণ পল্লী) পোঃ পাঞ্চলিয়া, জেলা বাঁকুড়া।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : আর্ট ইউনিয়ন টেলিফোন : বড়বাজার [illegible]

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।